پاক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক:— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র ১৩৮৩ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং : ২২শে শাওয়াল ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং | ৩৩শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সুরা-আল কাফেরুন'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'নম্র ও সহানুভূতিশীল হওয়ার আদেশ'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : 'আমি দুনিয়ার বুকে কুরআন শরীফের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ.	৯
* পবিত্র বাণী :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	১১
* খোদ্দামের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত		১৩
* জুবিলী ফাণ্ডের ওয়াদা ও আদায়		১৭
* মজলিস আনসারুল্লার জ্ঞাতব্য :		১৭
* এজতেমা (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	১৮
* জরুরী সার্কুলার :	মোহ্‌তারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	১৯
* হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ঈদ উপলক্ষে পবিত্র বাণী		২০
* হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ২টি প্রীতিপূর্ণ পত্র		২০

(কভার পেজ)

'আহ্‌মদীর' চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করুন। —ম্যানেজার

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ ঃ ৯ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৬ বাংলা ঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ইং ঃ ১৫ই তবুক ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরুল কুরআন'—

সুরা আল-কাফেরুন

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীর অবলম্বনে লিখিত—মৌঃ মোহম্মদ, আমার বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'কুল'—শব্দটি এই দিকেও ইশারা করিতেছে অর্থাৎ উক্ত হাদিস অনুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ) প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হইবেন, এবং যাহারা আঁ-হযরত (সাঃ) এর প্রদর্শিত পথের বিপরীত দিকে চলিবে তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ দিবেন, "আমি তোমাদের পথ অনুসরণ করিব না, এবং আমি আল্লাহ্তা লার নির্দেশিত পথে চলিব।" এইভাবে ইসলাম প্রত্যেক যুগে ধুইয়া মুছিয়া নুতন হইতে থাকিবে। হযরত মসিহে মওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জামানায় ইহা বিশেষরূপে ঘটিবার কথা। কারণ এই যুগ সম্বন্ধে মহা ফেতনা প্রকাশের ভবিষ্যতবাণী আছে। এমনকি হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ "মা মিন্ নাবিইউন ইল্লা ওয়া কাদ আনযারা উম্মাতাহুদ দাজ্জালা।"

অর্থাৎ, "পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে যত নবীর আবির্ভাব হইয়াছে তাহারা সকলেই দাজ্জালের ফেতনা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।"

ব্যকরণের সুত্রমুলে "ইয়া আইউহাল কাফেরুন" -বাক্যের মধ্যে "ইয়া আইউহা"—শব্দ সম্বোধনসূচকও বটে এবং সতর্কমুলকও বটে, তদনুযায়ী 'ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুণ' এর অর্থ হইবে যে, "হে সকল যুগের কাফেরগণ, তোমরা কান খুলিয়া শুন!" 'কুফর'—শব্দের অর্থ অস্বীকার, সে ভাল বিষয়েই হউক বা মন্দ বিষয়ে। যেমন, কুরআন করীমে ভাল বিষয় সম্বন্ধে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, "ফা মাই ইয়াকফুর বিততাগুতে ওয়া ইউমিন বিল্লাহে ফাকাদেস্ তামসাকা বিল উরওয়াতিল উস্কা।" (সুরা বকর)

অর্থাৎ, "যাহারা শয়তান এবং শয়তান সদৃশ লোকের কথা শুনিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্তালার উপর সাচ্চা দিলে ইমান আনে তাহারা শক্তহাতাকে ধারণ করিয়াছে।" এবং কোরআন করীমে "ইয়াকফুরুনা বিল্লাহে" (সুরা নেছা) আয়াতও আসিয়াছে যাহার অর্থ কতক লোক আল্লাহ্তায়ালাকে অস্বীকার করে। সুতরাং অর্থের দিক দিয়া এই শব্দ ভাল বা মন্দ কিছুই নির্দেশ করে না। ইহার আসল অর্থ ঢাকা দেওয়া, মন্দকে ঢাকা দিতেও 'কুফর' শব্দের ব্যবহার হয় এবং সৎকর্মকে ঢাকা দেওয়ার জন্যও 'কুফর' শব্দের ব্যবহার হয়।

কিন্তু যেহেতু কুরআন করীমে ইহা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সৎ ক্রিয়াকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইজন্য যখনই এই শব্দ বিনা বরাতে বা কোন কিছুর উল্লেখ না করিয়া ব্যবহৃত হয় তখন ইহাকে মন্দ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে 'মোমেন' শব্দ যখন কোনকিছুর উল্লেখ না করিয়া বলা হয় তখন উহা নেক অর্থে গ্রহণ করা হয় অথচ কোরআন করীমের এই শব্দ মন্দের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে যথা :—

"ইউমেনুনা বিল জিব্তে ওয়াত তাগুতে।" (সুরা নেসা)

অর্থাৎ, "তাহারা শয়তান ও শয়তানী কথার উপর ইমান রাখে।" কোরআনের মধ্যে ইহার এরূপ ব্যবহার নিরর্থক নহে। ইহার মধ্যেও হেকমত আছে। যদিও ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস আনা, তথাপি ইহার প্রকৃত অর্থ শান্তি ও কল্যাণ দান করা, এবং শান্তি ও কল্যাণ দান করা উভয়ই ভাল বিষয়। যেহেতু ইহার প্রাথমিক অর্থ ভাল, সেই জন্য ইহা সাধারণ ভাবে ভাল অর্থেই গ্রহণ করা হয়। এবং যখন উহা কোন কিছুর উল্লেখ ছাড়া ব্যবহার করা হয় তখন উহা ভাল অর্থেই গ্রহণ করা হয়। ইহার মোকাবিলায় 'কুফর'—শব্দের অর্থ ঢাকিয়া দেওয়া। ঢাকিয়া দেওয়া শব্দ নিজ স্বভাবে ভাল অর্থ বুঝায় না। কারণ ইহা মন্দের দিকে ইশারা করে। যেহেতু মানুষ মন্দকেই ঢাকা দেয় সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উহা বিপরীত বিষয়ের দিকে ইশারা বা উল্লেখ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে মন্দ অর্থেই গ্রহণ করা হইবে, অবশ্য ভাল বিষয়ের জন্য এই শব্দ ব্যবহার হইলে ইহার অর্থ ভাল হইবে। সুতরাং 'কুফর' শব্দ সংশ্রবহীন ভাবে মন্দ হইবে, এবং 'ইমান' শব্দ সংস্রবহীন ভাবে 'ভাল কে বুঝাইবে। আবার সংস্রবের দোষে ইহাদের উলটা অর্থ হইতে পারে।

এখানে "আল-কাফেরুন" বলিতে সকল তফসীরকারক মক্কার কাফেরগণকে বুঝাইয়াছেন। তদনুযায়ী আল্লামা সাইয়ুতি তাঁহার বর্ণিত দুররে মনসুর পুস্তকে এমন এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন যদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে এই সুরা মক্কার কাফেরগণের কতক গুলি প্রশ্নের জওয়াবে নাযেল হইয়া ছিল।

আল্লামা শওকানী তাঁহার ফতহুল কদীর পুস্তকে লেখিয়াছেন যে যদিও 'আল-কাফেরুনের' 'আল'-শব্দ সকল কাফেরকে বুঝায় তথাপী ইহা মক্কার কাফেরগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করিয়াছিল এবং কুফরের অবস্থায় মারা যায়

আল্লামা ইবনে জারিরও তাঁহার জামেয়ুল বয়ান পুস্তকে ইহার অর্থ লিখিয়াছেন, "হে মুহাম্মদ (সাঃ)! যে সকল মোশরেক তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছে তাহাদিগকে বল।"

শেখ ইস্‌মাইল হক্কী বরসওয়ী তাঁহার রুহুল বয়ান পুস্তকে লিখিয়াছেন, "যদিওআলোচ্য আয়াতে বিশেষ কাফেরগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তথাপি 'কুল' শব্দের আদেশে যেমন সকল মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয় নাই। তেমনি কেহ যেন এই অর্থও গ্রহণ না করে যে সকল মুসলমানগণকে সকল কাফেরদেরকে এই কথা বলিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।"

আল্লামা আলুসী তাঁহার তফসীর রুহুল মায়ানী পুস্তকে লিখিয়াছেন, "সকল বড় তফসীরকার বলিয়াছেন য, 'আল-কাফেরুন' বলিতে মক্কার ঐ সকল কাফেরগণকে বুঝান হইয়াছে, আল্লার দৃষ্টিতে যাদের ইমান আনার কথা ছিল না।"

আল্লামা করতবী তাঁহার তফসীর 'আল জামেউ আহ্‌কামিল কোরআন' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, 'আল-কাফেরুন' বলিতে ঐ সকল কাফেরকে বুঝান হইয়াছে যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা ফয়সালা করিয়াছেন যে তাহারা ইমান আনিবে না।

মাওরদীও লিখিয়াছেন যে 'আল-কাফেরুন' বলিতে সকল কাফেরকে বুঝায় না বরং এক বিশেষ কাফেরের দলকে বুঝায়। কারণ কাফেরগণের মধ্যে অনেকে ইমান আনিয়াছিল। তাহারা ইহার আওতায় পড়ে না। কাফেরগণের মধ্যে ইহারা কুফরের অবস্থায় স্বাভাবিক মরনে মরিয়াছিল অথবা যাহারা নিহত হইয়াছিল, এখানে তাহাদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

আল্লামা জমখশরী তাঁহার প্রণীত 'কাশ্‌শাফ' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, 'আল-কাফেরুন' শব্দে কতিপয় বিশেষ কাফেরকে বুঝাইয়াছে যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা অবগত হইয়াছেন যে তাহারা ইমান আনিবে না।

আল্লামা মোহাম্মদ ইবনে হাইয়ান তাঁহার তফসীর 'বাহরুল মুহীত' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে এখানে কতিপয় বিশেষ কাফেরের কথা বলা হইয়াছে যাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে প্রশ্ন করিয়াছিল।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সকল তফসীরকারের দৃষ্টিতে এই আয়াত মক্কার মোশরেকীনদের সম্বন্ধে নাযেল হইয়াছিল। উহাদের মধ্যেও সকল কাফের অন্তর্ভুক্ত নহে বরং এক বিশেষ কাফেরের দল অন্তর্ভুক্ত, যাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে বিশেষ প্রমাণাদি সাপেক্ষে অথবা পূর্বাপর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং কুরআন করীমে এরূপ দৃষ্টান্ত মওজুদ আছে, কিন্তু অকারণে এইরূপ অর্থ করা অসঙ্গত। কারণ তদ্বারা কোরআন করীমের অর্থকে সীমিত করা হয়। অন্য কথায়, উহার ব্যাপক অর্থকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আনা হয়। অর্থাৎ উহার মধ্যে যে তত্ত্বের সমুদ্র নিহিত আছে, উহাকে এক ছোট নদীর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। উহা কুরআন করীমের খেদমত

নহে বরং দুশমনি হইবে। সুতরাং আমাদের দেখা কর্তব্য যে এখানে এমন কোন প্রমাণাদি মওজুদ আছে কিনা যেজন্য কোরআন মজিদ এবং অভিধানের সূত্র বিরোধী কোন সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করি। অভিধানমূলে কাফের শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী। ইহার মধ্যে মোশরেক বা গয়ের মোশরেক অথবা মক্কাবাসী বা মক্কার বাহিরে অবস্থানকারীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাইবে না। যেকেহ কোন কথা অস্বীকার করিবে তাহাকে কাফের বলা হইবে, এবং আল-কাফেরূন বলিতে সেই সকল লোককে বুঝাইবে যাহারা অস্বীকারকারীগণের অন্তর্ভুক্ত।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ব্যবহারিক নিয়ম অনুযায়ী আরবী এবং সকল ভাষাতেই শব্দ কখনও বাহ্যতঃ সীমা নির্দেশ করিলেও অর্থের মধ্যে সাধারণত্ব থাকে ; আবার কখনও সাধারণ শব্দ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই পন্থা সংক্ষেপে প্রকাশের জন্য অবলম্বন করা হইয়া থাকে, যেমন—আমরা মনের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে স্মরণ রাখিয়া বলি যে দুষ্ট লোক সদা শাস্তি পায়। আমরা 'আমরা' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করিলেও এতদ্বারা বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকি। তেমনিভাবে আমরা কখনও কোন মিথ্যাবাদীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকি যে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, এখন তুমি লাঞ্ছনা ভোগ করিবে কিন্তু ইহার এই অর্থ হইয়া থাকে যে, সকল মিথ্যাবাদী লাঞ্ছিত হয়, সুতরাং সেও লাঞ্ছিত হইবে। সুতরাং বিশেষ শব্দকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা এবং সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা এমন এক পদ্ধতি যাহা সকল ভাষাতেই পাওয়া যায়। বরং ইহা ভাষার একটা অপরিহার্য্য অংশ। যদি এই পন্থা অবলম্বন না করা হয় তবে কোন কোন সময়ে ছোট মযমুনের জন্য বড় বড় বাক্য এবং বড় বড় রচনা লিখতে হইবে। অবশ্য ইহাতে ভুল বুঝিবার অবকাশ থাকিয়া যায় কিন্তু মজমুনের পূর্বাপর বিষয়-বস্তু অথবা বাক্যের স্থান-কালের উল্লেখ ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে দূর করিয়া দেয়। কোরআন করীমে এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ফেকাহ্ শাস্ত্রের আলেমগণ সাধারণ সূত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সাধারণ শব্দ অনুযায়ী বিশেষ জামাতকে বুঝাইলেও বিশেষ জামাত দ্বারা সাধারণকেও বুঝিতে পারে কিন্তু সাধারণত্বকে বিশেষত্বের উপর প্রাধান্য দেওয়াই হইবে সর্বগ্রহণযোগ্য নিয়ম অর্থাৎ সাধারণ মযমুনের মধ্যে বিশেষ শব্দ ব্যবহারের জন্য ইহাকে বিশেষ জামাতের সহিত সংশ্লিষ্ট করা যাইবে, না বরং বিশেষ শব্দের ব্যবহার হওয়া সত্তেও ইহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হইবে। এবং ইহাকে একটা দলিলস্বরূপ ধরিয়া লওয়া হইবে, কিন্তু সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিতে হইলে অত্যন্ত মজবুত কার্য্যকারণ পরম্পরার প্রয়োজন হইবে, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছাড়া সাধারণ মযমুনকে সীমাবদ্ধ করা যাইবে না। তদনুযায়ী আল্লামা সায়ুতি তাঁহার পুস্তক 'এতকানে' লিখিয়াছেন যে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ এই সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। শব্দের সাধারণত্বের কারণে ইহা সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করা হইবে।

মিশরের জামেয়ার ইসলামী ইতিহাসের প্রফেসার শেখ মোহাম্মদ আল-খিজরী লিখিয়াছেন যে সাধারণ শব্দ হইলে সাধারণ অর্থই গ্রহণ করা হইবে, অবশ্য বিশেষ অর্থের কোন প্রামাণ থাকিলে ঐ প্রমাণের জন্য ইহার বিশেষ অর্থও গ্রহণ করা হইবে, শব্দের জন্য নহে। (ফেফাহ্ শস্ত্রের পুস্তক ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জনসাধারণের মঙ্গলকামী শাসক, আল্লাহ-তায়ালার বান্দাগণের প্রতি নম্র ও সহানুভূতিশীল হওয়ার আদেশ

৩৭৩। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই নিগরাণ (পর্যবেক্ষক)। তাহাকে তাহার প্রজা বা অধীনস্তগণের ; সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আমীর নিগরাণ ; এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার গৃহবাসীর নিগরাণ স্ত্রীও তাহার স্বামীর গৃহের এবং তাহার সন্তানগণের নিগরাণ। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই নিগরাণ এবং প্রত্যেকেরই নিকট তাহার রায়েত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাহইবে যে, সে তাহার দায়িত্ব কিরূপে পালন করিয়াছিল।" [বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ; বাবু মারআতুন রায়েইয়াতুন ফি বাইতে যাওজেহা ; ২:৭৮৩ পৃঃ]

সুবিচারক, ন্যায়পরায়ণ শাসক

৩৭৪। হযরত আউফ বিন মালেক (রাঃ) বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছেন: "তোমাদের সর্বোত্তম প্রধান তাহারাই, তোমরা যাহাদিগকে ভালবাস এবং তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে। তোমরা তাহাদের জন্য দোয়া কর এবং তাহারা তোমাদের জন্য দোয়া করে। তোমাদের সর্বাপেক্ষা মন্দ প্রধান তাহারা, যাহাদিগের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট এবং তাহারা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ কর। তোমরা তাহাদিগকে অভিশাপ দাও এবং তাহারা তোমাদের প্রতি অভিশাপ দেয়।" রাবি (বর্ণনাকারী) বলেন: "ইহাতে আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম যে, আমরা কেন এরূপ প্রধানদিগকে অপসারণ করিব না?" তিনি ফরমাইলেন: 'না, যে পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করে।"

[মুসলিম, 'কিতাবুল এমারাহ, বাবু খিয়ারুল আয়িম্মা ওয়া শিরারুহুম; ১-২: ২১০ পৃঃ]

৩৭৫। হযরত আমার বিনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছেন: যখন কোনো বিচারক বা শাসক ভালরূপে বুঝিয়া-শোনিয়া এবং পুরাপুরি অনুসন্ধানের পর কোনো ফায়সালা দেয়, তাহার ফায়সালা ঠিক হইলে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে এবং যদি চেষ্টা সত্বেও সে ভুল ফায়সালা করে, তবে সে একগুণ সাওয়াব পাইবে।"

[বুখারী, কিতাবুল ইতেসাম; ২:১৬২ পৃঃ, মুসলিম ; ১-২:১২২ পৃঃ]

৩৭৬। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "পুরাকালের কথা। এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল। দুইয়েরই পুত্র ছিল। ভল্লুক আসিয়া প্রথমার ছেলে তুলিয়া নিয়া গেল। তাহার

চিন্তা হইল, স্বামী বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছোট স্ত্রীর প্রতি অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিবে। কারণ, তাহার ছেলে জীবিত আছে। প্রথমাকে পুছিবে না।" এজন্য সে দ্বিতীয় স্ত্রীর শিশুপুত্রকে কাড়িয়া নিয়া দাবী করিল যে, এ তার পুত্র, ভল্লুক দ্বিতীয়ার পুত্রকে লইয়া গিয়াছে। ফলে, উভয়ে তাহাদের ঝগড়া হযরত দাউদ আলাইহেস সালামের নিকট লইয়া গেল। হযরত দাউদ (আঃ) প্রথমার পক্ষে ফায়সালা করিলেন। এই ফায়সলা শোনিয়া যখন তাহারা চলিয়া আসিতেছিল, তখন হযরত সুলাইমান আলাইহেস সালামের সাক্ষাৎ পাইল। দ্বিতীয়া এই বিবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া শুদ্ধ বিচার সাহায্য প্রার্থনা করিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) অবস্থা শ্রবণ করিয়া ফরমাইলেন: এখনি আমি এই বিবাদ মীমাংসা করিতেছি। এখনি এক ছুরি আনিতেছি এবং শিশুকে দ্বিখণ্ড করিয়া এক জনকে একাংশ এবং অন্য জনকে অপরাংশ ভাগ করিয়া দিতেছি।' যে স্ত্রী লোকটির এই শিশু-পুত্রটি ছিল তাহার মমতা এই ফায়সলায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল সে ঘাবরাইয়া বলিল: আল্লাহতায়ালা আপনার প্রতি দয়া করুন। এরূপ করিবেন না। এই সন্তান এই বড়কেই দিন। আমি আমার দাবী হইতে নিবৃত্ত হইতেছি। হযরত সুলায়মান (আঃ) আসল কথা বুঝিতে পারিলেন। শিশুটি ছোটোর সোপর্দ করিলেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে সন্তানটি তাহারই ছিল।"

['বুখারী; কিতাবু আম্বিয়া, বাবু কাউলুল্লাহ: ওয়া ফাহ্হাবনা লে-দাউদা সুলাইমান... ...;১:৪৮৭ পৃ:]

৩৭৭। হযরত মাকেল বিন ইয়াসার রাবিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছি: 'যাহাকে আল্লাহতায়ালা লোকের নিগরান করেন, যদি সে লোকের নিগাহবানী ও তাহার কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে তবে তাহার মৃত্যুর পর তাহার জন্য বেহেশত 'হারাম' (নিষিদ্ধ) করিবেন। তাহার বেহেশত নসীব হইবে না।" ['মুসলিম, 'কিতাবুল ঈমান;]

শাসকের আনুগত্য

৩৭৮। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সুখ-দুঃখ, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি এবং অধিকার হরণ ও বৈষম্য মূলক ব্যবহার সত্ত্বেও, এক কথায় সর্বাবস্থায় তোমাদের পক্ষে সম-সাময়িক ইমাম তথা প্রধানের আদেশ শোনা এবং তাহার আনুগত্য পালন করা ওয়াজিব, অলঙ্ঘ্য। ['মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ওয়াজুবু তায়াতেল উমারাই ফি গাইরে মা'সিয়াহ' ১-২২০১ পৃঃ]

৩৭৯। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে আমার অজ্ঞানুবর্তিতা করিয়াছে সে আল্লাহ তায়ালার ইতায়াত ও তাঁহার অনুগত্য পালন করিয়াছে। যে আমার নাফরমানি করিয়াছে, সে আল্লাহতায়ালার অজ্ঞানুবর্তিতা লঙ্ঘন করিয়াছে। যে ব্যক্তি সমসাময়িক 'হাকিম' (শাসক) এর ইতায়াত (আজ্ঞানুবর্তিতা ও অনুগত্য) রক্ষা করিয়াছে, সে আমার ইতায়াত করিয়াছে। যে ব্যক্তি ওয়াক্তের হাকিম, তথা সমসাময়িক শাসকের নাফরমান (অবাধ্য), সে আমার অবাধ্য, আমার নাফরমান।" ['মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ, 'বাবু ওয়াজুবু তায়াতিল উমারায়ে ফি গাইরে মা'সিয়াহ; ১-২: ২০০পৃ:]

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আমি ইসলামের উপর প্রতিটি আপত্তির পঙ্কিল প্রলেপ অপসারিত করিয়া কুরআন শরীফের উজ্জ্বল মণি-মানিক ও গুপ্তধন প্রকাশিত করার এবং দুনিয়ার বুকে কুরআন শরীফের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি।

"বর্তমান যুগে তলোয়ার নয়, বরং কলমের প্রয়োজন ও আবশ্যক। আমাদের বিরুদ্ধ-বাদীগণ ইসলামের উপর যে সকল সন্দেহ-সংশয় চাপাইয়াছেন এবং বিভিন্ন সায়েন্স ও কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার সাচ্চা ধর্ম-ইসলামের উপর আক্রমণ চালাইয়াছেন।—সেই সব ক্ষেত্রে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যেন আমি লেখনীর অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত সায়েন্স এবং জ্ঞান-বিদ্যার উন্নতির রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হই এবং ইসলামের রুহানী শৌর্য-বীর্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া ও লীলা-খেলাও প্রদর্শন করি।

আমার পক্ষে কবে ও কিরূপেই বা এই ময়দানের যোগ্যব্যক্তি সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব ছিল?! ইহা তো একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল এবং তাঁহার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি চাহেন যেন আমার ন্যায় অধম ব্যক্তির হাত দিয়া এই দ্বীনের সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি এক সময়ে ঐ সকল আপত্তি ও আক্রমণ সমূহকে সংগ্রহ ও গণনা করিয়াছিলাম, যাহা ইসলামের উপর আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা উত্থাপন ও পরিচালনা করিয়াছেন। ফলে উহাদের সংখ্যা আমার ধারণা ও অনুমান মতে তিন হাজারে উপনীত হইয়াছি, এবং আমি মনে করি যে, এখন তো সেই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। ... ...এই সকল আপত্তির অভ্যন্তরে প্রকৃতপক্ষে বহু দুর্লভ সত্য ও তত্ত্ব বিদ্যমান আছে যাহা জ্ঞানাভাবে আপত্তিকারীগণের দৃষ্টি গোচর হয় নাই, এবং বাস্তবপক্ষে ইহা আল্লাহ্‌তায়ালারই হিকমত যে, যেখানে জ্ঞানান্ধ আপত্তিকারী আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেখানেই বাস্তব সত্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ত্বসমূহের গোপন ভাণ্ডার রাখা হইয়াছে, এবং খোদাতায়ালা আমাকে আবির্ভূত করিয়াছেন যেন আমি এই সকল প্রথিত ভাণ্ডার ও গুপ্তধন দুনিয়ার বুকে প্রকাশিত করি এবং নাপাক আপত্তি সমূহের যে পঙ্কিল কর্দম ঐ সকল উজ্জল ও জ্যোতিঝলমল মনি-মানিক্যের উপর লেপন করা হইয়াছিল তাহা হইতে সেগুলিকে পাক-পরিচ্ছন্ন করি। খোদাতায়ালার গায়রত বা আত্মমর্যাদাভিমান এখন সজোরে উত্তেজিত, যাহাতে তিনি কুরআন শরীফের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিটি পঙ্কিল অপবিত্র শত্রুর আক্রমণ ও আপত্তির প্রলেপ হইতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করেন।"

(মলফুজাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০)

তিনি স্বয়ং ফয়সালা করিবেন ঃ

"এখন এই মোকদ্দমা তিনি নিজে ফয়সালা করিবেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি আমি সত্যবাদী হইয়া থাকি, তবে ইহা নিশ্চিত যে, আসমান আমার জন্য একটি জবরদস্ত সাক্ষ্য প্রদান করিবে, যদ্বারা মানবদেহ শিহরিয়া উঠিবে। আমি যদি পঁচিশ বৎসর কালের এরূপ এক অপরাধী হইয়া থাকি, যে এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা ও বটনা করিয়াছে, তাহা হইলে আমি কিরূপে রেহাই পাইতে পারি? এমতাবস্থায় যদিও তোমরা সকলেই আমার বন্ধু হইয়া যাও, তথাপি আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, আমার ধ্বংস অবধারিত) কেননা খোদাতায়ালার হস্ত আমার বিরুদ্ধে। হে জনগণ! স্মরণ রাখিবেন, আমি মিথ্যাবাদী নহি, বরং মজলুম ও অত্যাচারিত; আমি মিথ্যাদাবীদার নই, বরং সত্যবাদী অদিষ্ট। আমার অত্যাচারিত হওয়ার উপর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে যাহা খোদাতায়ালা বলিয়া ছিলেন, উহা বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে; ঐ কথাটি খোদাতায়ালার এই এলহাম বা ঐশীবাণী ঃ "দুনিয়া মঁ্যা এক নযীর আয়া, পর দুনিয়া নে উসকো কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উসে কবুল করেগা, আওর বড়ে জোর আওর হামলোঁ সে উসকি সাচ্চাই যাহের কর দেগা।" (অর্থাৎ—পৃথিবেতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করিল না, কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং অত্যন্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী আক্রমণ সমূহের দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিবেন।") ইহা সেই সময়কার এলহাম, যখন আমার পক্ষ হইতে কোন 'দাওয়াত' বা দাবী ও আহ্বানও ছিল না এবং আমার কোন অস্বীকারকারীও ছিল না।" ('হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের পৃঃ ১৩৮)

পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মহব্বত সৃষ্টি কর

"আল্লাহতায়ালা তাঁহার সালেহ ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের ব্যতীত কাহারও পরোয়া করেন না। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মহব্বত সৃষ্টি কর এবং পৈষাচিক আচরণ ও মতভেদ পরিহার কর। প্রত্যেক প্রকার অশালিনতা, অশ্লিলতা এবং বিদ্রূপ ও পরিহাস হইতে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়া পড়। কেননা পরিহাস ও বিদ্রূপ মানব হৃদয়কে সত্য হইতে অপসারিত করিয়া কোথায় হইতে কোথায় পৌঁছাইয়া দেয়। পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের সহিত সম্মান সূচক ব্যবহার করিবে। প্রত্যেকেই নিজের সুখ-আরামের উপর তাহার ভ্রাতার সুখ আরামকে অগ্রাধিকার দান করিবে। আল্লাহতায়ালার সহিত এক সত্যকার মীমাংসা, সখ্য ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কর এবং তাঁহার এতায়াত ও আনুগত্যে ফিরিয়া আস। ..... প্রত্যেক প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ, উত্তেজনাভাব ও শত্রুতাকে তোমাদের মধ্য হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দাও, কেননা এখন সেই সময় সমোপস্থিত, যখন তোমরা যেন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয় প্রতি উপেক্ষাকে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান মর্যাদা সম্পন্ন কার্যাবলীতে ব্যপৃত ও আত্মনিবেদিত হও। (মলফুজাত, ১খণ্ড, ঃ পৃ২৬৬-২৬৭) অনুবাদ ঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মিমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

(কিস্তিয়ে নূহ পৃঃ ২২)

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর কল্যাণ ও হিতৈষণা ক্ষমতা অতি ব্যাপক ও সুপ্রসারিত।

মানবজাতির প্রতি কল্যাণ ও হিতৈষণা প্রদর্শনে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শিক্ষা ও অদর্শের অনুসরণ করুন।

জুলুম ও ফসাদ এবং প্রতিশোধ হইতে দূরে থাকিয়া জুলুম ও ফাসাদকে রুদ্ধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকুন।

দোওয়ায় রত থাকুন যেন আল্লাহতায়ালা মানবজাতিকে আক্কেল-বুদ্ধি ও সুমতি দান করেন যাহাতে তাহারা অত্যাচার, অশান্তি ও উশৃংখলতার পথসমূহ পরিহার করে এবং শান্তি ও প্রীতি এবং নিরাপত্তার পথে পরিচালিত হয়।

রাবওয়া ঃ ৮ই ইহসান (জুন)—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ মসজিদ আকসায় জুমার নামাজ পড়ান। নামাযের পূর্বে হুজুর খোৎবা প্রদান পূর্বক মানবজাতির প্রতি হিতাকাঙ্খা ও হিতৈষণা প্রদর্শনে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উসওয়া হাসানা বা উৎকৃষ্টতম আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি প্রাঞ্জলরূপে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। হুজুর বিশদভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর কল্যাণ ও হিতাকাঙ্খার শক্তি ও ক্ষমতা অতি ব্যাপক ও সুপ্রসারিত। তাঁহার হিতাকাঙ্খা ও কল্যাণ মানব জীবনের প্রতিটি শাখা এবং পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল ও ভূখণ্ডকে বেষ্টিত করিয়াছে, এবং তদনুযায়ী তিনি অতীব সুন্দর ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দান করিয়াছেন। তিনি ফরমাইয়াছেন যে, জুলুম ও ফাসাদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জুলুম ও ফাসাদকে রোধ করিতে চেষ্টিত হও। তিনি জুলুম-অত্যাচার ফাসাদ ও উশৃঙ্খলতাকে রোধ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং জুলুম ও ফাসাদের পথ অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যখন জাগতিক প্রচেষ্টা এবং জড় উপকরণ সমূহের কোন ক্রিয়া বা সুফল পরিলক্ষিত হয় না, তখন রুহানী পথ ও উপকরণ সমূহ অবলম্বন কর—অর্থাৎ, আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া কর যেন তিনি মানব জাতিকে আক্কেল-বুদ্ধি ও সুমতি দান করেন যাহাতে তাহারা অত্যাচার ও উশৃংঙ্খলতার পথসমূহ পরিহার করে এবং শান্তি, প্রীতি ও নিরাপত্তার পথ সমূহে পরিচালিত হয়।

হুজুর বলেন যে, আজিকার জগতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে, মানুষ মানুষকে ভালবাসিতেছে না, বরং মানুষে মানুষে দ্বন্দ ও সংঘর্ষ চলিতেছে। কোথাও শেতাঙ্গগণ কৃষ্ণাঙ্গগণের সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিতেছে। আবার কোথাও স্বয়ং শেতাঙ্গগণের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ চলিতেছে এবং কোথাও স্বয়ং কৃষ্ণাঙ্গগণই একে অন্যের সহিত

বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত। মোটকথা আজিকার দুনিয়াতে মানুষ মানুষের জন্য সুখের বদলে, দুঃখ ও ক্লেশ উৎপাদনের চেষ্টায় মাতিয়া আছে। আমার যে আহমদী মুসলমান—যাহারা নবী আকরাম (সাঃ)-এর দিকেই আরোপিত হই—আমরা মানবজাতির এই দুঃখ-বেদনা হস্ত দ্বারা তথা বল প্রয়োগে রাধ করার সামর্থ্য রাখি না। এবং যেখানে আমাদের বলপ্রয়োগে রোধ করার শক্তি-সামর্থ্য থাকে সেখানেও অমেরা এজন্য বল প্রয়োগ করি না, যাহাতে ইহার ফলে অধিকতর ফাসাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে না পারে। আমাদের দোওয়া করা উচিত যেন আল্লাহতায়ালা মানবজাতিকে আক্কেল-বুদ্ধি ও সুমতি দান করেন যাহাতে মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং একে অন্যের হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রদানে তৎপর হয়। বর্তমান সময়ের দাবী ও চাহিদা এই যে আমরা যেন দরদভরা দোওয়া সমূহের দ্বারা মানবজাতির খেদমত পালন করি, এত অধিক পরিমাণে দোওয়া করি যেন আল্লাহতায়ালা সেগুলিকে কবুলিরতের মর্যদায় ভুষিত করিয়া সমগ্র মানবজাতির জন্য সুখ-শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং তাহারা একে অন্যকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে।

খোৎবার শুরুতে হুজুর গরমের প্রখরতার উল্লেখ পূর্বক মওসুমের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন এবং উহাতে ক্রমাগত শীত বা তাপ বৃদ্ধি ও প্রবাল্য সাধন এবং তদনুপাতে স্বয়ং মানবদেহে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট শত শত নেজাম বা ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমন্বয়ে প্রকাশ্যমান পরিবর্তন সমূহ এবং উহাদের মধ্যে সংঘটিত পারস্পরিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন সংক্রান্ত আল্লাহতায়ালার মহান কুদরত সমূহের অনন্ত ও অসীম জলওয়া সমূহ এবং উহাদের ফলশ্রুতিতে মানবজাতির লব্ধ উপকার সমূহের বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সারগর্ভ আলোকপাত করেন।

(দৈনিক আল-ফজল—৯ই জুন ১৯৭৯ইং হইতে অনুদিত)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

"পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কর্মে শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত মণ্ডলী হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার জীবনের অবসান ঘটিবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।"

("কিশতিয়ে নূহ"—পৃঃ ২৯)

'আল্লাহর রজ্জুকে জামাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"- আল-কোরআন

পবিত্র বাণী

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

অদুর ভবিষ্যতেই খোদাতায়ালা ইসলামের সপেক্ষ মানব হৃদয় সমূহে পরিবর্তন ঘটাইবেন। এ সবকিছুই আগামী শতাব্দীতে সংঘটিত হইবে যাহা আরম্ভ হইতে মাত্র দশ বৎসর অবশিষ্ট।

শ্রীলঙ্কার জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় বার্ষিক জলসা উপলক্ষে হুজুরের পয়গাম

[কলম্বো (শ্রীলংকা) : ২২শে জুলাই ১৯৭৯ ইং—শ্রীলংকা জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসার উদ্বোধন উপলক্ষে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর প্রেরীত ঈমান উদ্দীপক সারগর্ভ পবিত্র বাণীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল। হুজুর এই পয়গাম সেখানকার মুবাল্লেগ জনাব মৌলানা মোহাম্মদ উমর সাহেবের নামে প্রেরিত একটি পত্রে প্রদান করিয়াছেন।]

মুকররম মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ উমর সাহেব!

আস্‌সালামু আলাইকু ওয়া রহ্‌মতুল্লাহে ও বা কাতুহু

আপনার পত্র পাইলাম। ইহা জানিয়া আমি অত্যন্ত খুশী হইয়াছি যে, শ্রীলঙ্কা জামাত আহমদীয়া ২২শে ওকফ ১৩৫৮ হিঃ শাঃ নিজেদের দ্বিতীয় সালনা জলসার অনুষ্ঠান করিতেছে। খোদাতায়ালা এই বার্ষিক জলসাকে সর্বোতঃরূপে সাফল্য মণ্ডিত এবং বরকতপূর্ণ করুন এবং ইহাকে এ দেশে (শ্রীলঙ্কায়) হেদায়েত এবং সত্যের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কারণ করুন। আমীন।

এই উপলক্ষে আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, শরিয়ত কায়েম হউক এবং দ্বিন পুনঃসজীব ও সঞ্জিবীত হউক। অন্য কথায়, হুজুর (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনী শিক্ষার সৌন্দর্যকে সমগ্র বিশ্বের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া ইসলামকে অপরাপর সকল ধর্মের ও মতবাদের উপর যেন জয়যুক্ত করা হয়। মহান সেলসেলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা কালের নব্বই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই নাতিদীর্ঘ কালের মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়াছে। এখন সেই সময় সন্নিকট, যখন এই বাণীর প্রতি যাহারা কর্ণপাত করে না তাহারাও ইহার দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগী হইতে বাধ্য হইবে। খোদাতায়ালা তাঁহার জবরদস্ত কুদরতের দ্বারা ইসলামের পক্ষে মানবহৃদয় সমূহে এক পরিবর্তন সৃষ্টি করিবেন, এবং মানুষ দীন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইবে এবং মানব মস্তিক হযরত খাতামাল আম্বিয়া মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণীর সত্যতা ও যথার্থতাকে স্বীকার ও কবুল করিয়া লইবে।

এই সব কিছুই ইনশাআল্লাহ্, পরবর্ত্তী সমাগত শতাব্দীতে সংঘটিত হইবে, যে শতাব্দী ইসলামের প্রধান্য বিস্তারের শতাব্দী এবং যাহার সূত্রপাতে মাত্র দশ বৎসর বাকী আছে। সেই সময়ে এরূপ শিক্ষাদাতগণের প্রয়োজন হইবে, যাহারা "ইয়াদখুলুনা ফী দ্বীনেল্লাহে আফওয়াজা" — অনুযায়ী দলেদলে ইসলামে প্রবেশকারী নবাগতদিগকে দ্বীনের তালীম ও শিক্ষাদান করিতে পারে এবং তাহাদের অন্তরে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মূলমন্ত্র ও প্রকৃত রুহ সঞ্চার করিতে পারে, এবং এ সকল শিক্ষাদানকারী ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কুরআনী এলেম ও মা'রেফত এবং জ্ঞান-তত্ব সমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করি। এই জামানায় কুরআনী উলুম ও তত্বজ্ঞান শিক্ষা লাভের একটি মাত্রই উপায় বিদ্যমান, এবং তাহা হইল এই যে, আমরা যেন ইমাম আখেরে যামানার হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করি কেননা এই জামানর প্রয়োজন ও আবেদন অনুযায়ী কুরআন করীমের তফসীর ও ব্যাখ্যা একমাত্র হুজুর (আইঃ)-এর গ্রন্থাবলীতেই পাওয়া যায়। স্বয়ং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন : "আমার হস্তে আসমানী নিদর্শনাবলী প্রদর্শিত হইতেছে। এবং আমার কলমের ধারায় কুরআনী হাকায়েক (অকাট যুক্তি-প্রমাণ) ও জ্ঞান-তত্ব সমূহ উদ্ভাসিত হইয়া চলিয়াছে। উঠ, এবং জগৎ ব্যাপী তালাশ করিয়া দেখ যে, খৃষ্টানদিগের মধ্য হইতে অথবা শিখদের মধ্য হইতে কিম্বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কি এরূপ কেহ আছে যে আসমানী নিদর্শনাবলী প্রদর্শনে এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও জ্ঞানতত্ব বর্ণনায় আমার মোকাবিলা করিতে পারে? (জমীমা তরইয়াকুল কুলুব, পৃঃ ১৩৯)

সুতরাং গালাবায়ে ইসলাম তথা ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভের শতাব্দীর যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ সম্ভাষণ জ্ঞাপনের জন্য জরুরী যে, আমরা হুজুর (আঃ)-এর গ্রন্থাবলীতে বিবৃত ঐ সকল এলেম ও তত্ব-জ্ঞান নিজেরাও শিখি এবং আমাদের সন্তান সন্ততিকেও শিক্ষা শিক্ষা দেই। এই উদ্দেশ্যেই আমি চাই যে, আপনারা এই জলসার মওকাতে আগামী বৎসরের জন্য এই প্রোগ্রাম তৈরী করিবেন যে আপনাদের জামাতের সকল সদস্য — তারা বৃদ্ধ হউক অথবা যুবক, মহিলারা হউক অথবা ছেলে-মেয়েরা — সকলই যেন কুরআন করীম পাঠ করিতে শিখে, উহার তরজমা শিখে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যে সকল পুস্তক আপনাদের জন্য সুলভ তাহা নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করেন।

খোদাতায়ালা আমাদিগকে হুজুর আলাইহেস সালামের বর্ণিত যুক্তি প্রমাণ, জ্ঞান-তত্ব তত্বসমূহ এবং উলুম শিখার তওফিক, সাহস, স্পৃহা ও সামর্থ্য দিন। খোদাতায়ালা আমাদের মস্তিষ্ক ও অন্তরকে ঐ সকল জ্ঞানতত্ব এবং এলম ও মারফতকে আহরণ করার উপযুক্ততা ও শক্তি দান করুন এবং খোদাতায়ালা আমাদিগকে এই তওফিক দিন যেন আমরা নিজেরাও ঐ সকল হাকায়েক ও মায়ারেফের দ্বার উপকৃত হই এবং "ইয়াদখুলুন ফি দ্বীনেল্লাহে আফওয়াজা" — অনুযায়ী নবাগত দিগকেও তদ্বারা ভূষিত ও কল্যাণমণ্ডিত করিতে পারি। খোদাতায়ালা আপনাদের সাথী ও সহায় হউন এবং সর্বক্ষণ আপনাদের নিগেহবান ও রক্ষক হউন। আমীন। ওয়াস্সলাম—

মির্যা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ সালেস

তাং ৭ই জুলাই ১৯৭৯ইং ১৩৫৮ হিঃ শাঃ

সাফল্য জনকভাবে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অষ্টম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়া'লার অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তিন দিন ব্যাপী অষ্টম বার্ষিক ইজতেমা বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত মজলিসগুলি হইতে খোদ্দাম ও আতফাল এই ইজতেমায় যোগদান করেন :—

১ ঢাকা, ২। ঘাটুরা (কুমিল্লা), ৩। ক্রোড়া (কুমিল্লা), ৪। বলারদিয়ার (ময়মনসিংহ), ৫। খুলনা, ৬। আহমদনগর (দিনাজপুর), ৭। শাহাবাজপুর (কুমিল্লা), ৮ ভাতগাঁও (দিনাজপুর), ৯। ব্রাহ্মণবাড়িয়া (কুমিল্লা), ১০। রংপুর ১১। (নারায়ণগঞ্জ) ঢাকা, ১২। ধানীখোল, (ময়মনসিংহ), ১৩। (তারুয়া), কুমিল্লা ১৪। নীলকমল (কুমিল্লা), ১৫। তেরঘাতী (ময়মনসিংহ), ১৬। চট্টগ্রাম, ১৭। রেকবী বাজার (ঢাকা), ১৮। তেজগাঁও (ঢাকা), ১৯। জামালপুর, ২০। নন্দনপুর (কুমিল্লা), ২১। ময়মনসিংহ, ২২। চরসিন্ধুর (ঢাক), ২৩। মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা), ১৪। পাবনা ; ২৫। বীরপাইকশা (ময়মনসিংহ), ২৬। হোসনাবাদ (ময়মনসিংহ), ২৭। নুসরাতাবাদ (কুমিল্লা) ২৮। দুর্গারামপুর (কুমিল্লা), ২৯। জামালপুর (সিলেট), ৩০। টাংগাইল, ৩১। সুন্দরবন খুলনা।

এই ইজতেমায় ৩১টি মজলিস যইতে মোট ২৬০ জন খোদ্দাম ও আতফাল নিয়মিতভাবে এবং আরো প্রায় ১০০জন খোদ্দাম ও আতফাল আংশিকভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার বাদ নামায জুমা মোহতারম জনাব আমীর সাহেব (বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া) উক্ত ইজতেমার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সর্ব প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোবাশ্বেরুর রহমান সাহেব। অতঃপর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার গুরুত্ব এবং দায়িত্বাবলীর কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন। তিনি আহমদী যুবক এবং কিশোদিগকে ইসলামের মহা বিজয়ের দিবসগুলিকে স্বাগত জানানোর জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণীত করেন এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পুর্ণ প্রচারের জন্য যথাশক্তি নিয়োগ করিতে আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী ভাষণের পর 'নও নেহালানে জামাত' শীর্ষক নজমটি পাঠ করিয়া শুনান জনাব কারী মাহফুজুল হক। অতঃপর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব। অতঃপর সাংগঠনিক আলোচনার প্রারম্ভে নায়েব সদর জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব এ বৎসরের ইজতেমার বিশেষ কতকগুলি দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর একটি শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করিয়া শুনান এবং মারকেজী তথা কেন্দ্রীয় মজলিসের সদর সাহেবের শুভেচ্ছাবাণীও পাঠ করিয়া শুনান। প্রসঙ্গত তিনি বলেন যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই ইজতেমার বিভিন্ন দিক, ছবি ও অন্যান্য তথ্যাবলীসহ একটি "স্মরণিকা' (**Souvenir**) প্রকাশিত হইতেছে। আশা করা যাইতেছে যে, স্মরণীকাটি উন্নতমানের হইবে (ইনশাল্লাহ)।

সংগঠনিক আলোচনার মধ্যে বাংলাদেশ মজলিসের মোতামেদ জনাব আব্দুল জলিল, নাজেম মাল জনাব শাহাবুদ্দিন এবং নাযেম তালিম ও তরবীয়ত জনাব মতিউর রহমান সাহেবান মজলিসের কাজ কর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন। চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসের কায়েদ জনাব এস, এ, নিজামী সাহেব তাঁহার অধীনস্থ মজলিস সমূহের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। চট্টগ্রাম মোকামী মজলিসের কার্য বিবরণী পেশ করেন উক্ত মজলিসের কায়েদ জনাব বি, এ, এম, ও, সাত্তার সাহেব। প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনের শেষে খোদ্দামের জন্য ভলিবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। খুলনা ও ঢাকা বিভাগীয় মজলিসের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভলিবল খেলায় ঢাকা বিভাগীয় মজলিস জয়লাভ করে।

মাগরিবের নামাযের পর অনুষ্ঠিত এই সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে নিম্নোক্ত তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ঃ- (১) "নামাযের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন জনাব মকবুল আহমদ খান, আমীর ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া; (২) "ওয়াকফে জিন্দেগী ও উহার বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, এবং (৩) "শানে হযরত রসুলে আরাবী (সাঃ)" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঞা, নাযেম আ'লা, মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ। আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রত্যেকটি আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে এবং খোদ্দাম ও আতফাল ভাইগণ খুবই উপকৃত এবং অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

শনিবারের অনুষ্ঠান ঃ

৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার তাহাজ্জুদের নামায এবং ফজরের নামায হইতে দ্বিতীয় দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। ফজরের নামাযের পর পবিত্র কুরআনের দরস দেন মৌঃ ছলিমুল্লাহ এবং হাদিস শরীফের দরস দেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। অতঃপর ব্যক্তিগত পড়াশুনা, প্রাতভ্রমণ ও নাস্তার জন্য সকাল ৮--৩০মিঃ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। খোদ্দাম ও আতফালের জন্য পৃথক পৃথক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। যে সকল বিষয়ে খোদ্দামের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাহা ছিল ঃ আল্লাহ-তায়ালার অস্তিত্ব, (খ) খতমে নবুওত, গ) ওফাতে মসীহ, (ঘ) সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ), (ঙ) ইসলামী খেলাফত, (চ) এতায়াতে নেজাম এবং (ছ) উসওয়ায়ে হাসানা। অন্যদিকে আতফালের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ছিল ঃ—(ক) নামাযের গুরুত্ব, (খ) সাদাকাতে মসিহ মওউদ (আঃ), (গ) ওফাতে মসীহ, (ঘ) পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি কর্তব্য এবং (ঙ জামাতে আহমদীয়ার পরিচয়। বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পর "পয়গাম রেসানী" বা সংবাদ প্রেরণ প্রতিযোগিতা এবং দলীয়ভাবে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত উৎসাহ এবং আনন্দের সংগে বিপুল সংখ্যক খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিযোগিতার মান বেশ উন্নত ছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করার জন্য খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তুতি এবং আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়াছে, যাহা একটি অধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী জামাতের জন্য খুবই জরুরী।

শনিবারে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল আড়াইটার সময়। এই অধিবেশনের প্রারম্ভে তবলিগি মসলা মাসায়েল সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনায় খোদ্দামের বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর পেশ করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, মোঃ ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, মোঃ খলিলুর রহমান এবং মৌঃ সলিমুল্লাহ সাহেব। এই অধিবেশনে করাচী হইতে অগত জনাব আব্দুল ওয়াহিদ খান 'কালামে মাহমুদ' হইতে সুললিত কণ্ঠে একটি নজম পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর সমবেত খোদ্দাম ও আতফালের গ্রুপ ফটো তোলা হয়। ঐদিন ভলিবব প্রতিযোগিতা হয় ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগীর মজলিসের মধ্যে এবং ঢাকা বিভাগ চূড়ান্ত বিজয় লাভে সমর্থ হয়।

শনিবারে তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টার প্রারম্ভেই জনাব আব্দুল ওয়াহেদ খান (করাচী) 'তুরবে সমীন' হইতে একটি নজম পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর তরবীয়তী আলোচনায় বক্তব্য রাখেন—(১) 'উসওয়ায়ে হাসানা' সম্বন্ধে মোহতর জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, (২) 'যিকরে হাবীব' সম্বন্ধে জনাব আনোয়ার আলী সাহেব (নারয়ণগঞ্জ)। উপস্থিত সকল খোদ্দাম ও আতফাল (অনেক আনসার ভ্রাতাও উপস্থিত ছিলেন) অত্যন্ত মনোযোগের সহিত উপরোক্ত জ্ঞানগর্ভ এবং উপদেশ মূলক আলোচনা শ্রবণ করেন।

রবিবারের অনুষ্ঠান :

বাজামাত নামাযে তাহাজ্জুদ এবং নামাযে ফজরের পর কুরআন পাকের দরস দেন জনাব মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেব। অতঃপর খোদ্দাম ও আতফালের কুরআন তেলাওয়াত এবং নজমের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্রাম ও নাস্তার পর সকাল ৯টায় প্রথমে 'ইসলামী নীতি দর্শন' (হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত 'ইসলামী ওসুল কি কি ফিলোসফি') পুস্তকের সারাংশ পেশ করেন জনাব নজমুল হক। তিনি একটি ছকের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর এবং সহজ ভাষায় এই পুস্তকের মর্ম্মকথা শ্রোতাদের নিকট পেশ করেন এবং শ্রোতাদের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) লিখিত "খৃষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর' শীর্ষক পুস্তকের উপর আলোকপাত করেন জনাব মাযহারুল হক এবং জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব। অতঃপর নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হয় :—

(১) "খেলাফতের গুরুত্ব"—জনাব এ, কে, রেজাউউ করীম, (২) "স্বাস্থ্য ও জীবন" —জনাব মোতাহারুল ইসলাম (৫ম বর্ষ, এম, বি বি, এস), (৩) "মালী কুরবাণীর গুরুত্ব— জনাব এস, এ, নেজামী।

উপরোক্ত আলোচনা সমূহের পর বিভিন্ন মজলিসের কায়েদ প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশ মজলিসের একটি সাংগঠনিক আলোচনায় বিভিন্ন মজলিসের কাজ কর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ইতিমধ্যে খোদ্দাম ও আতফালের জন্য ধর্মীয় জ্ঞানের লিখিত পরীক্ষা লওয়া হয়। এই পরীক্ষায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক সংখ্যায় খোদ্দাম ও আতফাল অত্যন্ত উৎসাহের সংগে অংশগ্রহণ করেন।

রবিবারের দ্বিতীয় অধিবেশন বিকাল সাড়ে তিনটায় শুরু হয়—। শিক্ষামূলক আলোচনার অংশ হিসেবে প্রথম বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (বিষয় : এতায়াতে নেজাম)। দ্বিতীয় বক্তব্য করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ (বিষয় খতমে নবুয়ত) তৃতীয় বক্তব্য পেশ করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঞা (বিষয় : রসুম রেওয়াজ)।

অতঃপর "নজলিসে এরফান" অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে মোহতারম জনাব আমীর সাহেব (বাংলাদেশ আঃ আঃ) খোদ্দামের কতিপয় জ্ঞানমূলক প্রশ্নের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। রবিবার সকালে 'Slow Cycle Race' প্রতিযোগিতাটি ও খুবই আনন্দ দায়ক সমাপ্তি অধিবেশন :

রবিবার বাদ মাগরিব সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তলাওয়াতের মাধ্যমে। তেলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ। নজম পাঠ করেন এস, এম রহমতুল্লাহ। অতঃপর নায়েব সদর মজলিস জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান তিনদিন ব্যাপী ইজতেমার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন এবং আনসার খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বিগত বৎসরগুলির অপেক্ষা এ বৎসর আল্লাহতায়ালার ফজলে অধিক সংখ্যায় খোদ্দাম আতফাল এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। এই বৎসর ৩১টি মজলিস হইতে মোট ২৬০ জন খোদ্দাম ও আতফাল নিয়মিতভাবে এবং আরো প্রায় ১০০জন খোদ্দাম আতফাল আংশিকভাবে এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও বিশেষত : উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যথেষ্ট সংখ্যক আনসার ভ্রাতাগণও উপস্থিত থাকিয়া খোদ্দাম ও আতফালকে উৎসাহিত করিয়াছেন জামাতের অনেক বন্ধু মালী কুরবানীর মাধ্যমেও সাহায্য করিয়াছেন। এবং অনেক খোদ্দাম ইজতেমার ব্যবস্থাপনার সংক্রান্ত কজে-কর্মে দিনরাত পরিশ্রম করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করুন।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারী পুরুস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ, সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি। অতঃপর মোহতারম জনাব আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি ইজতেমার সাফল্যের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অধিকতর সাফল্য অর্জনের জন্য আশা প্রকাশ করেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের খোদ্দামের দৃষ্টান্ত পেশ করতঃ উল্লেখ করেন যে, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়াকে ইসলামের পূর্ব গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং তজ্জন্য যথোপযুক্ত তালিমী ও তরবীয়তী যোগ্যতা হাসিল করিতে হইবে। উক্ত ভাষণের পর 'কালামে মাহমুদ' হইতে নজম পাঠ করিয়া শুনান জনাব আব্দুল ওয়াহিদ খান। অতঃপর পুরস্কার বিতরণী পর্ব শুরু হয়। গভীর আগ্রহ সহকারে খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণকারীগণ পুরস্কার বিতরণ পর্বের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। জনাব আমীর সাহেবের হাত হইতে পুরস্কার গ্রহণ করিয়া 'যাযাকুমুল্লাহ' এবং 'বারাকাল্লাহু' লানা ও লাকুম' আওয়াজের মুহুর্মুহু ধ্বনীর

মাধ্যমে সুদৃশ্য পুরস্কারগুলি নিমিষে বিজয়ী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণের পর জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব সকল অংশগ্রহণকারী এবং কর্মকর্তাগণের শুকরিয়া আদায় করেন।

খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। খাওয়া-দাওয়া এন্তেজামের ব্যাপারে বিশেষভাবে জনাব জাহিদুর রহমান, মোঃ সলিম মিঞা, নজমুল হক, রৌশন আলী, এমামুল কবীর এবং আরো অনেকে কঠোর পরিশ্রম করেন। আল্লাহতায়ালা 'জাযায়ে খয়ের' দিন। মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ; মোঃ সলিমুল্লাহ এবং মোঃ আব্দুল মান্নান ইজতেমার বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। এ ছাড়ও সর্ব জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, আনোয়ার আলী, এস, এ, নিজামী, মুতিউর রহমান, প্রফেসার রজিবুদ্দীন, ক্বারী মাহফুজুল হক এবং আরো অনেকে পরীক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। খেলাধুলার এন্তেজাম করেন জনাব আখতার হোসেন, কাওসার আহমদ এবং আরো অনেকে।

[পুরস্কার প্রাপ্ত খোদ্দাম ও আতফালের পূর্ণ তালিকা পরবর্তী সংখ্যায় দেওয়া হইবে।]

—মোতামাদ, বাংলাদেশ মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা।

জুবিলী ফাণ্ডের ওয়াদা ও আদায়

আশা করি, আপনারা জুবিলী ফাণ্ডের সার্কুলার পাইয়াছেন। গত ১৫ই জুলাই সংখ্যায় আহমদী পত্রিকা মারফতও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। ঐ সার্কুলারে আহ্‌মদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডের সমগ্র ওয়াদার তিন ভাগের এক ভাগ আদায়ের এবং ওয়াদা ও অদায়ের পূর্ণ বিবরণ অত্র অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছিল। কিন্তু সকল জামাত হইতে এখন পর্যন্ত সেই রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সকল প্রেসিডেন্ট সাহেবানের নিকট অনুরোধ জানান যাইতেছে তাঁহারা যেন অতিসত্বর স্ব স্ব জামাতে জুবিলী ফাণ্ডের ওয়াদা ও আদায়ের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হন এবং উহার বিবরণ প্রেরণ করেন। খাকসার—

মোহাম্মদ সালেক
সেক্রেটারী, জুবিলী ফাণ্ড
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

মজলিস আনসারুল্লার দ্রষ্টব্য

আনসারুল্লাহ্‌র প্রত্যেক মজলিসের জায়ীমে আলা ও কর্মকর্তাগণের এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, স্ব স্ব মজলিসের মাসিক রিপোর্ট নিয়মিত পাঠাইবেন। প্রতিটি মজলিসকে ছাপানো রিপোর্ট ফরম পাঠান হইয়াছে। উক্ত ফরম না থাকিলে সাদা কাগজেই রিপোর্ট লিখিয়া নিয়মিত পাঠাইবেন। খাকসার—

মাজহারুল হক
মোতামাদ, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঢাকা।

এজ্‌তেমা

—চৌধুরী আব্দুল মতিন

কে মিলাল আজি এ চাঁদের হাট
কে খুলিল আজি মনের কপাট
আনন্দ, আনন্দ, অনন্দময়
কে এল তাহারা দূর দূর হতে
উর্ধশ্বাসে রুহানী সাড়াতে
চোখে মুখে ধ্যানে ইসলামের জয়!

কার সে সাড়ায় সংসার ত্যাগিয়া
অচিন্ত্য পিয়াসে উঠিল জাগিয়া
"ফারানে" যথা প্রার্থনায়
চেনা, অচেনা—বহু জানার ভাই
ইবলিসের শিষ্য হেথায় কেহ নাই
আজিকার বিশ্বে এদৃশ্য কোথায়!

সত্যের আলো, শান্তির হাওয়া
ভ্রান্তি ক্লান্তি সব চলে যাওয়া
বেহেস্তী তরিকা এজ্‌তেমাময়
সন্তোষ্ট জিন্দেগীর যা কিছু চাওয়া
অল্প আয়াসে প্রাণ ভরে পাওয়া
এজ্‌তেমায়ী দোওয়ায় হত সংশয়!

শান্তি-সমরে বুঝিছে যাহারা
জয়ী হয়ে কভুও ফিরেনি তাহারা
কেবলি শান্তি আকাশে ধায়
শান্তির পুচ্ছও দেখিবেনা কেহ
ইসলামই শান্তির আত্মা ও গেহ
অর্থনীতির শান্তি মরণোপায়!

আহমদী ধরার কুঞ্জে কুঞ্জে
শান্তি যথা সেই তারকা পুঞ্জে
খলিফার হুকুমের এন্তেজার
সহসা শোনিবে নিভৃত নিকুঞ্জে
বিজয়-বারতা আকাশ কুঞ্জে
জয় জয় ইসলাম—আল্লাহু আকবর।

জরুরী সার্কুলার

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা

প্রেসিডেন্ট সাহেবান,
স্থানীয় আঞ্জুমান আহমদীয়াসমূহ,
প্রিয় ভ্রাতাগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আশা করি, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আপনারা ভাল আছেন। আপনারা অবগত আছেন যে, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর স্থানীয় আঞ্জুমান সমূহের উহ্‌দাদারগণের অর্থাৎ স্থানীয় জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী গণের নির্বাচন করিতে হইবে। ইতিপূর্বে ১৯৭৫ সালে স্থানীয় আঞ্জুমানসমূহের উহ্‌দাদারগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আপনারা ১৯৭৯ সালের ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে অবশ্যই জামাতের উহ্‌দাদারগণের নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া তৎসংক্রান্ত রিপোর্ট অত্র দফতরে মঞ্জুরীর জন্য পাঠাইবেন।

নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে খেয়াল রাখিতে হইবে :—

১। কোন বকেয়াদর ভোটার বা উহ্‌দাদার হইতে পারিবেন না।

২। বকেয়াদারের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

(ক) যাঁহারা দৈনিক, সপ্তাহিক বা মাসিক উপার্জন করেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে তিন মসের উর্ধে চাঁদা আম ও জলসা সালানা বাকী পড়িলে, তিনি বকেয়াদের হইবেন। কৃষিজীবিদের ক্ষেত্রে এক বৎসরের উর্ধে এরূপ চাঁদা বাকী পড়িলে, তাঁহারা বকেয়াদার হইবেন। (খ) অসিয়তকারীদের ক্ষেত্রে হিস্‌সায়ে আমদ্‌ ও জলসা সালানা ছয় মাসের বেশী বাকী পড়িলে, তাঁহারা বকেয়াদার হইবেন এবং তাঁহাদের চাঁদায়ে আম বা শরাহ এক বৎসরের বেশী বাকী পড়িলে বকেয়াদার হইবেন। (গ) তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদের ওয়াদাকৃত কাহারও চাঁদা তিন বৎসরের বেশী অনাদায়ী হইলে তিনি বকেয়াদার হইবেন।

৩। উহ্‌দাদারের জন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে তিনি মুত্তাকী, দিয়ানতদার ও নেজামের পাবন্দ হন।

৪। জামাতের খেদমতের জন্য যে ব্যক্তির সময়ের অভাব, তাঁহার নাম কোন উহ্‌দার জন্য প্রস্তাব করা যাইবে না।

৫। স্ত্রীলোক বা নাবালক ছেলেমেয়েরা ভোটার বা উহ্‌দাদার হইতে পারিবেন না।

৬। যে জামাতে নিয়মিত চাঁদা দাতার সংখ্যা এক শতের অধিক সেই জামতে নির্বচনের জন্য প্রথমে মজলিসে ইন্তেখাবের (Electoral College-এর) নির্বাচন করিতে হইবে যাহাতে প্রতি দশ-জনের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যাহাদের বয়স ৬৫ বৎসরের উর্ধে এবং বকেয়াদার নহেন, তাঁহারাও মজলিসে ইন্তেখাবের সদস্য হইতে পারিবেন। অতঃপর এই মজলিসে ইন্তেখাব স্থানীয় জামাতের উহ্‌দাদারগণের নির্বাচন করিবে।

(৭। আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে ভোটার-লিষ্ট উপরে লিখিত নিয়ম অনুযায়ী তৈয়ার করিয়া প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মালের সার্টিফিকেটসহ অত্র দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। মজলিসে ইন্তেখাবের লিষ্ট অনুরূপভাবে আগামী ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে অত্র দপ্তরে পৌঁছাইতে হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মজলিসে ইন্তেখাবের মঞ্জুরী অত্র দপ্তর হইতে পাইলে পর উহ্‌দাদারগণের নির্বাচন হইবে।

৮। নির্বাচন ব্যপারে সর্বপ্রকার ক্যানভাসিং নিষিদ্ধ। কাহারও পক্ষে বা বিপক্ষে ক্যানভাস করা চলিবে না। যদি কাহারও ক্যানভাসিং-এর রিপোর্ট পাওয়া যায় এবং তিনি বেশী ভোট পান, তাঁহার নির্বাচন বাতিল হইবে।

৯। নির্বাচন কালে হাত তুলিয়া ভোট দিতে হইবে। কেহ ভোট দানে বিরত থাকিতে পরিবেন না।

১০। নির্বাচন রিপোর্ট আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অত্র দপ্তরে পৌঁছাইতে হইবে।

১১। নব-নির্বাচিত উহ্‌দাদারগণের মঞ্জুরী না দেওয়া পর্যন্ত, বর্তমান উহ্‌দাদারগণ নিজ নিজ কাজ করিতে থাকিবেন।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন। ওয়াস্‌সালাম

খাকসার—
মোহাম্মাদ
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ জামাতের নামে

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র বাণী

Moulvi Mohd Sahib, 4, Bakshi Bazar Road Dacca Bangladesh.

PLEASE CONVEY EID MUBARAK TO ALL MEMBERS OF JAMAT STOP MAY ALLAH BLESS ALL OF YOU.

KHALIFATUL MASIH

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই)-এর দুইটি প্রীতিপুর্ণ পত্র

Rabwah
Date 20. 8. 1978.

Dear Moulvi Mohammad,

Assalamo Alaikum.

I am in reciept of your letter of 9th Zuhur 135°/August 1979 and pray that Allah may remove all the obstacles from your way and enable you to complete the mosque and the guest-house soon. May you have health and the strength to carry on your services for the gamat. May Allah bless your efforts and be with you always Ameen

Yours affectionately.
Sd/–(Mirza Nasir Ahmed)
Khalifatul Masih Sales (Ai.)

* * *

Rabwah.
Date 29. 8, 1979.

Dear Maulvi Mohammad Sahib,

Assalamo Alaikum.

I am thankful for your message of Eib Mubarak dated 17 Zuhur 1358/Aug 1979. May Allah bestow his favours upon you and Bangladesh Jamaat, May He protect you all from all evils of this world and bless you with spiritual as well as material happiness. Ameen

Yours affectionately,
Sd/–(Mirza Nasir Ahmad)
Khalifatul Masih Sales (Ai)

Maulvi Mohammad Sahib.
4, Bakshi Bazar Road, Dacca, Bangladesh,

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া' হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635